# ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা

School Education Department, Government of West Bengal

## 1) ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা :—

সমাজের একটি অঙ্গ ও অঙ্গ হল ব্যাবসা, সমাজ ছাড়া ব্যাবসার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না, ব্যাবসা সমাজ থেকে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ সংগ্রহ করেও তা ব্যবহার করে। আবার ব্যাবসা তার উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সমাজে বন্টন করে। সমাজ থেকে ব্যাবসা কর্মী সংগ্রহ করে, তার পরিবর্তে সমাজ ও ব্যাবসা থেকে প্রতিদানস্বরূপ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ আশা করে। ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব উভয় পূরণের উপর গুরুত্ব দেয়। ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা হল ব্যাবসায়িক কার্যকলাপের বিশ্লেষণ ও ব্যাবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনে নৈতিকতার প্রয়োগ।

### কান্টার ম্যানেজমেন্ট (Canter Menanaana) :—

এঁর মতে, সাধারণভাবে কর্মক্ষেত্রে ভালোমন্দ কী তা জানা এবং ব্যাবসায় অংশীদার সম্পর্কিত পণ্য বা সেবাকে প্রভাবিত করার জন্য জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় তাকে ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা বলে।

### হুইলার (Wheeler) :—

এঁর মতে ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা হল সমাজ, সমাজের বিভিন্ন পক্ষ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পত্তি বণ্টনের

কলা ও বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ের আচরণের ভালো দিক বা খারাপ দিকগুলি পুনর্গঠনের জন্য নৈতিক দায়িত্ব।

জন ডোনাল্ডসন (John Donaldson):-

ঐর মতে, সংক্ষেপে ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা বলতে বোঝায় ব্যবসা, শিল্প ও সম্বন্ধিত কার্যাবলী, প্রতিষ্ঠান বা অভ্যাস এবং বিষয়ের নৈতিক বিষয়ের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন,

রেজিন এ. বাকহোল্জ (Regene A. Buchholz):-

ঐর মতে. ব্যাবসায়িক সিদ্ধান্তের সঠিক বা ভুল আচরণ হল ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা.

থোমাস এম. গারেট (Thomas M. Garrett):-

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা প্রাথমিকভাবে ব্যাবসায়িক লক্ষ্যযুক্ত বিশেষ মানবিক চাহিদার পদ্ধতির সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত.

2. ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্যসমূহ :—

ক) ব্যবসায়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহজে বোধগম্য একটি কাঠামো প্রদান করা,

খ) নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিষয়ের গভীরতা পরীক্ষা করা হয়,

গ) ব্যবসায়ের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ব্যক্তিগত উপাদান চালু করা,

ঘ) ব্যবসায়ের নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সাংগঠনিক উপাদান চালু করা,

ঙ) নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সুযোগের ভূমিকা খুঁজে বের করা,

চ) নৈতিক নেতৃত্বদানকে বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করা যায় এমন নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কাঠামোর সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা,

ছ) এক নৈতিক সংস্কৃতি উন্নয়ন ঘটাবে এমন নেতৃত্বের শৈলী ও অভ্যাস প্রদান করা,

জ) আগের তুলনায় সমাজে ব্যবসায় ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কেন এরকম হচ্ছে, ইহার ফলাফল কী হতে পারে এবং কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা

করতে হবে,

ঘ) সমাজের প্রতি কারবারের বৃহৎ অবদান প্রদান করা। এই অবদান প্রদান করা হয় মানুষের চাহিদামতো দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, কর দেওয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারকরী হিসাবে কাজ করা এবং এর সাহায্যে কারবারের সুনাম বৃদ্ধি করা,

ঙ) ব্যবসায়ের কুকর্ম হ্রাস করা। যে কুকর্ম সমাজ, সম্প্রদায় ও ব্যক্তির প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করতে পারে, এই সমস্ত কুকর্মের কারণ ও ফলাফল আমাদের বুঝতে সাহায্য করে ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করে ও সম্বন্ধে বিশ্বাস বৃদ্ধি করে,

চ) ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতি বিধান করতে সাহায্য করে ব্যবস্থাপকদের যথোপযুক্ত জ্ঞান ও অবকাশ প্রদান করে যার দ্বারা নৈতিক সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত, বিশ্লেষণ, যোগ্য নির্ণয় করা যাতে যে নৈতিক সমস্যা ও নৈতিক সংকটের সম্মুখীন তারা হয়েছে তার সমাধান করা যায়,

3. ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার পরিধি :—

২) সকল কার্যকলাপ ব্যাবসায়িক বা অব্যাবসায়িক তার মধ্যে নীতি বিদ্যমান। মেনে চলার নীতিবিদ্যা (Ethics in Compliance) সংগঠনে পরিবেশে যদি নীতিবিদ্যার প্রভাব দেখতে পাই তখন বলা যায় যে সংগঠনটি প্রচলিত আইনের নিয়মাবলী ও ~~নিয়মাবলী ও~~ নিয়মনীতি মেনে চলছে। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কিছু আইন যথা- কোম্পানি আইন, অংশীদারী আইন, পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত আইন, ঋণকারী আইন মেনে চলতে হয়।

আর্থিক বিষয়ে নীতিবিদ্যা :- (Ethics in Finance)

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক কার্যকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অবলম্বন করতে হয় যাতে আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যে ভুল-ত্রুটি, জাল জুয়াচুরি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা যায় ও কোনোর কোম্পানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান তথ্য গোপন করার বা ভুল তথ্য পরিবেশন করার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

বিপণনে নীতিবিদ্যা :- (Ethics in Marketing)

বিপণনের নীতিবিদ্যা হল প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি অংশ যার মধ্যে বিপণন সংক্রান্ত কার্যকলাপসমূহ সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করার নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, বিপণন নীতিবিদ্যা অন্যান্য বা অতিরিক্ত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, প্রতিযোগি

বিরোধী কার্যকলাপ, বিপথগামী ও বিভ্রান্তিকর, কালোবাজারী ইত্যাদি রোধ করতে সাহায্য করে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নীতিবিদ্যা :- (Ethics in Human Resource Management)

ব্যবসায় নীতিবিদ্যা উপস্থাপনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মানব সম্পদ বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা একটি দিক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক মালিকের দায়িত্ব, আর্থিকায়ন, কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় মানবসম্পদ নীতিবিদ্যার অন্তর্গত।

উৎপাদনে নীতিবিদ্যা :- (Ethics in Production)

কোম্পানির উৎপাদন পণ্য বা সেবা ও উৎপাদন পদ্ধতি ক্ষতিকর নয় এ বিষয়ে জনসাধারণকে নিশ্চিত করা কোম্পানির কর্তব্য। এই কর্তব্য উৎপাদন নীতিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো একটি পণ্য, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির বিপদসীমা হল উৎপাদন নীতিবিদ্যার কিছু সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র এবং বিপদ অনুমোদনের হার নির্ধারণ করা খুব কঠিন কারণ অনুমোদনের হার প্রতিযোগিতা প্রযুক্তি সদা পরিবর্তনশীল ও ঝুঁকি গ্রহণযোগ্যতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তনশীল

4. ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য :-

a) ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

ক) ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা হল নীতিসমূহ যা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ কীভাবে সম্পাদন করতে হবে সে বিষয়ে ব্যবসায়িক লোকজনদের পরিচালিত ও দিকনির্দেশিত করে এবং এই অর্থে ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা হল নিয়মশৃঙ্খলা।

খ) ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান ও কলা উভয়ই বলা হয়।

গ) ইহা একনাগাড়ে নিয়মাবলী ও নৈতিকতার মানকে পরীক্ষা করে এবং ইহা প্রগতিশীল প্রকৃতির হয়।

ঘ) ইহা তাত্ত্বিক নীতিসমূহের (Theological Principles) উপর নির্ভরশীল যেমন আন্তরিকতা, মানব কল্যাণ, সেবা, ভালো আচরণ ইত্যাদি।

ঙ) ব্যবসায়িক পরিবেশের সামাজিক প্রথাসমূহ (Social Customs) ও বাস্তবতা উপর ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা নির্ভরশীল।

চ) মানবজাতির কার্যকলাপ, সিদ্ধান্ত ও আচরণের অধ্যয়ন করা হয়।

ছ) ইহার সার্বজনীন প্রয়োগ দেখা যায় কারণ সারা বিশ্বে ব্যবসায় অস্তিত্ব দেখা যায়।

জ) অনেক নীতিবিদ্যার নীতিসমূহ ব্যক্তিগত মর্যাদা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

5. ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা :—

২) ক) ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা ক্রেতাদের মনোবল বৃদ্ধি করে : (Business ethics improves customers confidence)

ব্যবসায় উৎপাদিত দ্রব্যের গুনমান, দাম, পরিমান ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রেতার মনোবল বৃদ্ধি করতে ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার প্রয়োজন হয়, যে ব্যবসায়ীরা নীতিবিদ্যার নিয়মাবলী অনুসরন করে সেই ব্যবসায়ীদের উপর ক্রেতাদের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বেশি হয়, তারা ইহা বিশ্বাস করে যে নীতিবিদ্যা যে ব্যবসায়ী মেনে চলে তারা প্রবঞ্চকদের ঠকাবে না,

খ) ব্যবসায় অস্তিত্ব বজায় থাকা : (Survival of business)

ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার থাকা বাধ্যতামূলক, যে ব্যবসায়ী নীতিবিদ্যা অনুসরন করে না তারা স্বল্পকালে সাফল্য পেতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালে ইহা ব্যর্থ হবে, ইহার কারন তারা ক্রেতাদেরকে একবারই ঠকাতে পারে, তারপর ক্রেতারা ঐ ব্যবসায়ীদের থেকে দ্রব্য ক্রয় করবে না, অপর ব্যক্তিকে ঐ ব্যবসা থেকে দ্রব্য ক্রয় করতে বারন করবে, এর ফলে ব্যবসার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এবং নেতিবাচক প্রচার বৃদ্ধি পাবে, এর ফলে ব্যবসা ব্যর্থ হবে, তাই যদি

ব্যবসায়ী নীতিবিদ্যা অনুসরণ না করে তাহলে তারা বাজারে দ্রব্য বিক্রি করতে ব্যর্থ হবে। তাই বাজারে টিকে থাকতে উপযুক্ত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

গ) ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা করা: (Safe guarding consumer's rights)

খরিদ্দারদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, অধিকার, তথ্য পাওয়ার অধিকার, সঠিক পছন্দের অধিকার ~~থাকে, কিন্তু অনেক অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই অধিকারগুলির রক্ষা করে না~~ পাওয়ার অধিকার, প্রতিবিধানের অধিকার ইত্যাদি অধিকার থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই অধিকারগুলির রক্ষা করে না, ও সম্মান দেয় না, কিন্তু ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা এই অধিকারগুলি রক্ষা করে।

ঘ) ব্যাবসায়িক অপকর্ম বন্ধ করা: (Stop business malpractices)

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ব্যাবসায়িক অপকর্মকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে কালোবাজারী, কৃত্রিমভাবে উচ্চ মূল্য নির্ধারণ, ভেজাল দ্রব্য বিক্রি, ওজন ও পরিমাপে কম দেওয়া, নকল ও অতিরঞ্জিত দ্রব্য বিক্রি করা, বেআইনি দ্রব্য মজুত করার মতো কিছু অনৈতিক ব্যাবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদন করে। এই ব্যাবসায়িক অপকর্মগুলি খরিদ্দারদের ক্ষতি করে। ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা এই ব্যাবসায়িক অপকর্মগুলি বন্ধ করতে সাহায্য করে।

ঙ) কর্মীবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারদের রক্ষা করা :
(Protecting employees and shareholders)

কর্মীদের, শেয়ারহোল্ডারদের, প্রতিযোগিদের, গ্রাহকদের, সরবরাহকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার প্রয়োজন. ইহা অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মাধ্যমে শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করে.

চ) ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা : (Develop good relations)

ব্যবসা ও সমাজের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা. এর ফলে কম দামে নিয়মিত ভালো মানের দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ করা সম্ভব হয়. এর মাধ্যমে ব্যবসার মুনাফা বৃদ্ধি পায় যার ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখা যায়. দেশ,

ছ) ভালো ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা : (Create good image)

ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা ব্যবসা ও ব্যবসায়ীর সমাজে ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করে, যদি ব্যবসায়ী নীতিবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে তাহলে সমাজ তাদের গ্রহণ করে এবং এর সমালোচনা করে না, যে ব্যবসায়ী আইনবিধি মেনে চলে তাদের সমাজ সর্বদা সহায়তা করে.

ঙ) স্বচ্ছন্দের কাজ করা (Smooth functioning)

যদি ব্যবসা ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা মেনে চলে তাহলে কর্মীবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডাররা, ক্রেতারা, পরিবারীরা এবং সরবরাহকারী সবাই খুশী হয়, তারা ব্যবসা চালানোর জন্য পূর্ণ সহযোগীতা করে, তার ফলে ব্যবসায় স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসার আকার বৃদ্ধি পায়, ব্যবসা খুব সহজেই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, ফলে বিক্রি ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়,

চ) গ্রাহকদের গতিবিধি : (Consumer movement)

গ্রাহকদের গতিবিধির জন্য ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে গ্রাহকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, বর্তমানে তারা খুব সংগঠিত এবং তাই তাদের সামনে ঠকানো যায় না, যে ব্যবসায়ী অসৎ ব্যাবসায়িক অভ্যাস প্রশ্রয় দেয় তাদের বিরুদ্ধে ক্রেতারা পদক্ষেপ নেয়, তারা বাজে গুনমানের দ্রব্য, উচ্চ মূল্য, নকল দ্রব্য প্রত্যাখান করে, তাই সৎ ও ন্যায়সঙ্গত হলেই ব্যবসায়ী টিকে থাকতে পারে,

(৩) খরিদ্দারের সন্তুষ্টি : (Consumer satisfaction)

বর্তমানে ক্রেতা হল বাজারের রাজা, কোনো ব্যবসা সাধারণভাবে খরিদ্দার ছাড়া বাঁচতে পারে না, তাই ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হল খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করা, যদি খরিদ্দাররা সন্তুষ্ট না হয় তাহলে কোনো দ্রব্য

6. ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি:—

⇒ সারা বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বেঁচে থাকার, কাজ করার, সম্পর্ক গড়ার উপায়, নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও উন্নয়ন লাভ করেছে, চেতনার উন্নতি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আচরণের নতুন দিগন্তের উন্মোচন, আচরণের পরিবর্তন হল বিশ্বজুড়ে পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

পক্ষে যুক্তি:—

ক) পবিত্রতার দৃষ্টিভঙ্গী: (Holy approach)

আগে ছাড়ি শতকে দ্রব্য, সেবা উৎপাদন ও নিত্য নতুন ফ্যাশন আচরণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে কেবলমাত্র মূল্যবোধ ও নৈতিক চিন্তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

খ) নেতৃত্বদান: (Leadership)

ব্যবস্থাপনার মূল্যবোধভিত্তিক নেতৃত্বদানের মধ্যে ~~সংগঠনের সমস্ত কা~~ ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে। এই সাংগঠনিক নেতৃত্বকে সংগঠনের সমস্ত কার্যকর্ম নীতিগতভাবে সম্পাদন করতে সর্বদা সচেষ্ট হতে হবে।

গ) কর্মীদের প্রতিশ্রুতিদান: (Commitment to employees)

নীতিবিদ্যা কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, যেহেতু কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন

সমাজের অনেকটা কার্যকলাপ প্রভাবিত করে তাই সংগঠনের প্রতি নৈতিকতার সংগঠনের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা বাড়াতে সাহায্য করে।

ঘ) বিনিয়োগকারীদের বিশ্বস্ততা : (Investors beliefs)

বর্তমান বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির নৈতিকতার অভ্যাস, সামাজিক দায়িত্ব পালন সুনাম নিয়ে বিচার বিবেচনা করে। নৈতিকতার পরিবেশ বজায় থাকলে ব্যবসায়ের দক্ষতা, উৎপাদন ও মুনাফার বৃদ্ধি হয়। অনৈতিক উপাদান হল আইনি মামলা, চাহিদা না, শেয়ারের দাম হ্রাস পাওয়া, মূলধনী বাজারে কোম্পানির সুনাম হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। ভালো নীতিবিদ্যার পরিবেশ প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করলে তার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

ঙ) খরিদ্দারদের সন্তুষ্টিবিধান : (Customers satisfaction)

ব্যবসা ও খরিদ্দারদের মধ্যে দীর্ঘকালীন সুসম্পর্কের প্রয়োজন। খরিদ্দাররা সেই সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ও সেবা প্রত্যাখ্যান করে থাকে যারা কর্মীদের সঙ্গে ন্যায় ও ভালো আচরণ করে না।

বিপক্ষে যুক্তি :

ক) আলাদা করে নীতিবিদ্যা অপ্রয়োজনীয় :

যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মনোযোগ সহযোগে ব্যবসার মূল কাজটি করে তাহলে আলাদা করে আর নীতিবিদ্যার প্রয়োজন হয় না, যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে সকলপক্ষের সন্তুষ্টিবিধান করে তাহলে আর পৃথকভাবে নীতিবিদ্যার কোনো প্রয়োজন থাকে না।

খ) চাহিদা ও যোগান :

নিয়ন্ত্রিত বাজার বা ব্যবসার কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র। চাহিদা ও যোগান এই দুটি বাজার উপাদানের দ্বারা বাজার পরিচালিত হয়। মূল্য, উৎপাদন ও অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্ত চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল, এই ব্যবসায়ে নীতিবিদ্যার পরিধি সীমিত।

গ) আইন-কানুন মেনে চলা :

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি তার গঠন ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আইন-কানুন মেনে চলে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার কোনো স্থান থাকে না

ঘ) স্বার্থের দ্বন্দ্ব :

ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, যেমন - মালিক কর্মচারীর স্বার্থের সংঘাত, বিক্রেতা ও ক্রেতার স্বার্থের সংঘাত, মালিক-সরকারের স্বার্থের সংঘাত ইত্যাদি। এই সমস্ত সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে নৈতিক কার্যাবলীর পরিধি সীমাবদ্ধ হয়।

৭। ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয় উপাদান :—

উ) ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা হল যে সব উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় সেগুলি হল :

ক) আচরণ বিধি :

ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা হল আচরণ বিধি। ইহা বলে যে সমাজের জন্য কোনটা করা উচিত আর কোনটি করা উচিত নয়। সমস্ত ব্যবসায়ীকে এই আচরণ বিধি অনুসরণ করতে হবে।

খ) নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ :

ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। ইহার মধ্যে ব্যবসা করার নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

গ) সামাজিক গোষ্ঠীকে রক্ষা করা:

এই নীতিবিদ্যা ক্রেতা, কর্মচারী, ছোটো ব্যবসায়ী, সরকার, শেয়ারহোল্ডার, পাওনাদারকে রক্ষা করে।

ঘ) মৌলিক কাঠামো:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা ব্যবসার কাজ করার মৌলিক কাঠামো প্রদান করে। ইহা ব্যবসার সামাজিক, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও ব্যবসার অন্যান্য সীমা নির্ধারণ করে। ব্যবসা অবশ্যই এই সীমার মধ্যে পরিচালিত হবে।

ঙ) স্বেচ্ছামূলক:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা অবশ্যই স্বেচ্ছামূলক হতে হবে। ব্যবসায়ীরা তারা নিজেরা ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা গ্রহণ করবে। ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা অবশ্যই আত্ম-শৃঙ্খলার হতে হবে। ইহা কখনই আইনের দ্বারা বলবৎ হবে না।

চ) শিক্ষণ ও নির্দেশিকা:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা শুরু করার আগে ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও নির্দেশিকা দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের অবশ্যই ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা, ব্যবহারের সুবিধাগুলি জানতে হবে। কারুবারি সংঘ ও চেম্বার অফ কমার্স এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ছ) আপেক্ষিক শব্দ:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা হল একটি আপেক্ষিক শব্দ, ইহা এক ব্যবসায় থেকে অন্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভিন্ন, ইহা বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

জ) নতুন ধারনা:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা হল একটি নতুন ধারনা, ইহা কার্যকরভাবে উন্নত দেশে অনুসরন করা হয়, ইহা দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে যথাযথভাবে অনুসরন করা হয় না।

৪. ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার সুবিধা:—

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার সাহায্যে সমাজ ও কারবারি জগত যেসব সুবিধাগুলি ভোগ করে সেগুলি হল:

ক) ভোক্তার অধিকার রক্ষা করা:

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা ক্রেতাদের অধিকার রক্ষার ওপর মনোনিবেশ করবে ও নিশ্চিত করবে, ক্রেতা বা ভোক্তা হল ব্যাবসায়িক কর্মকলাপের কেন্দ্র, ভোক্তার চাহিদার সন্তুষ্টি বিধান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, দুর্ভাগ্যবশত, ভোক্তারা হল সবথেকে শোষিত ও অবহেলিত গোষ্ঠী, ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার রক্ষা করতে হবে।

খ) গ) সামাজিক দায়দায়িত্ব:

ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যায় কোনো কাজকর্ম তার কাজের জন্য সামাজিকভাবে দায়ী হয়, কর্মী, ভোক্তার শোষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়, যেমন – a) ভোক্তার অধিকার রক্ষা, b) জনগণের কাছে হিসাব-জবাবদিহিতা, c) কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং d) প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার-এর মাধ্যমে নৈতিকতার আদর্শমান মেনে চলা নিশ্চিত হয়।

গ) সামাজিকতার ধারণা:

ব্যবসায়ে সামাজিকতার ধারণায় বলা হয় যে ব্যবসায় লাভ সকলের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করতে হবে এবং ইহা মালিকের একার জন্য নয়। মুনাফা হল ব্যবসার দক্ষতা ও যোগ্যতার চিহ্ন, আবার মুনাফা হল একটি কর্মোদ্যোগ-র কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যবসায় সাফল্যের অংশীদার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষই। তাই সকল পক্ষের মধ্যে ব্যবসার সাফল্য ভাগ করে নিতে হবে।

ঘ) শিল্পের স্বার্থ:

ক্ষুদ্র মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা জরুরি। বাজারে বড় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

এবং ছোটো প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজার থেকে উঠে যেতে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যদি শিল্প আচরণবিধি অনুসরণ করে তাহলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ও নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে।

ঙ) ভোক্তার আন্দোলন:

ভোক্তার আন্দোলনের বৃদ্ধির জন্য বর্তমান কালে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভোক্তার নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতার বিস্তার লাভের জন্য ব্যবসা সম্প্রদায়কে তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য নৈতিকতার নীতির উপর নির্ভর করতে হয়।

চ) সমাজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক:

ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার মাধ্যমে ব্যবসা ও সমাজের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। ব্যবসার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আছে যথা শেয়ারহোল্ডারদের, কর্মীদের, ভোক্তাদের, পরিবারীদের, প্রতিযোগিদের ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক,

ছ) ক্রেতাদের বাজার:

ব্যবসায় ধারণায় একটি কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। মুনাফার ধারণার জায়গায় ধীরে ধীরে ভোক্তাদের

School Education Department, Government of West Bengal

সন্তুষ্টিবিধান বিষয়ক মনোনিবেশ করা হয়েছে। ব্যাপকমাত্রায় উৎপাদন ও বাজারে প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যবসায়িক দৃশ্যপটে বিক্রেতাদের বাজার থেকে ক্রেতাদের বাজারে পরিবর্তন হয়েছে।

ঙ) ব্যবসায় ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর :

ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা ব্যবসায় ও সমাজের উভয়ের জন্যই মঙ্গলকর। নীতিবিদ্যা ব্যবসায়িক ভালো বা মন্দ, সঠিক বা ভুল, নৈতিক বা অনৈতিক সম্পর্কে পরামর্শ দেয়, ইহা আবার ব্যাবসায়িক ক্রিয়াকলাপে সততা, ন্যায়তা, মানবিক স্পর্শ, দায়িত্বকে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

৩. কারবারের সামাজিক দায়দায়িত্ব ও ব্যাবসায়িক নীতিবিদ্যা :—

=> কারবার প্রচলিত আইনের পরিসীমার মধ্যে থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও নিয়মাবলী পালন, মুনাফা অর্জন করা, শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি করা, লভ্যাংশ প্রদান করা, শেয়ারহোল্ডারদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা কারবারের উদ্দেশ্য।

1990 সাল থেকে বিভিন্ন সংগঠনিক কেলেঙ্কারীর জন্য, সাংগঠনিক দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব রাজনৈতিক ও ব্যবসার চক্রে অনেকবেশি বেড়েছে এবং এই বিষয়গুলি সংগঠনগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘকাল সমাজে টিকে থাকা যাবে না। সংগঠনগুলির

উন্নয়নের একটি অপরিহার্য বিষয় হল রাষ্ট্র, কোম্পানি ও গোষ্ঠীর আরো বৃহত্তরভাবে বিস্তৃত থাকা এবং অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া।

সংগঠনগুলি চারটি বিভিন্ন স্তরে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সাংগঠনিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

ক) আর্থিক দায়দায়িত্ব :

এক্ষেত্রে মুনাফালাভ করা একমাত্র উদ্দেশ্য, এর জন্য সংগঠন সবরকম উদ্যোগ নেবে।

খ) আইনগত দায়দায়িত্ব :

কয়েকবার তার পারিপার্শ্বিক সমাজে আইনের বিধান মেনে চলবে যে আইনে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল তার উল্লেখ আছে। সুতরাং সাংগঠনিক বা স্বত্বা নির্দিষ্ট আইনের বিধানের বেড়াজালে নিজস্ব কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, যে আইনের বিধান ব্যবসার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ) স্বেচ্ছামূলক দায়দায়িত্ব :

এরূপ সংগঠনে ভালো সাংগঠনিক নাগরিকের মতো ব্যবসা করার দর্শন দেখা যায় এবং এজন্য মানবগোষ্ঠীর ভালোর জন্য সাংগঠনিক সম্পদ প্রদান করে থাকে।

ঘ) নীতিবিদ্যার দায়দায়িত্ব :

এক্ষেত্রে সংগঠন নীতিবিদ্যার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং সেজন্য সাংগঠনিক কার্যকলাপের মধ্যে মানবকল্যাণ কাজ দেখা যায়, সেটি ঠিক ও সেটি ন্যায্য দায়িত্ব সহকারে সম্পাদন করার উপর সাংগঠনিক মূল্যবোধ আলোকপাত করে।

10. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবসা :—

a) পরিবেশ দূষণ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পরিবেশ বলতে জল, বায়ু, মাটি, ও ভৌতসম্পদ এবং এদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক—সহ এদের সাথে অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়, দূষণ বলতে জল, বায়ু, মাটির তাপ, শব্দ, গন্ধ, ঘনত্ব বা এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে বোঝায়।

পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, তবে ব্যবসায়িক কাজের পরিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন- জল, বায়ু, শব্দ, বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। আমাদের শরীরের 65% জল, পৃথিবীর মোট উপরিতলের 70% জল কিন্তু মোট জলের 97.5% লবণাক্ত এবং মাত্র 2.5% খাবার জল। আবার মোট খাবার জলের 70% আর্কটিক মহাদেশে বরফ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ

পৃথিবীর মোট জলের মাত্র 1% ভাগ পৃথিবীতে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অথচ আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের একাংশ সামান্য লাভের আশায় এই জলকে দূষিত করে দিচ্ছে। কলকারখানা-খনির নির্গত তরল পদার্থ নদী, নালায় পড়ে জল দূষিত করছে। বিষাক্ত জল মাছসহ জলজ প্রাণী বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। জল দূষণের ফলে মানুষ আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরাসহ বিভিন্ন রকম চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অপরদিকে শব্দ, তাপ, ময়লা নিক্ষেপ, ভারী কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে। সার, চিনি, কাগজ, পাট, টায়ারটিউব, ফার্মেসিজ, রাসায়নিক ঔষধ ও পোষাক কারখানা থেকে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসনালী ক্যান্সার, হৃদরোগ সমস্যা, লিভার ও কিডনির সমস্যা ও মাথা ব্যথা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। বায়ু দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃদ্ধ ও শিশু। কারখানার মেশিন ও জেনারেটরের আওয়াজে শব্দদূষণ হয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হর্ন

বাজানো, এবং অতিমাত্রায় হাইড্রোলিক হর্নের শব্দ দূষণের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের ঘুম, শ্রবণশক্তি, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, শব্দ দূষণের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয় গর্ভবতী মা ও শিশুদের, এছাড়া শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ ~~নিধন~~ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খাল, বিল, বুজিয়ে করে আবাসন তৈরি, নদীভেদন, নির্বিচারে অনুপযুক্ত মানবজন্য যানবাহন চালানো ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী, এতে ~~ও~~ মানুষের স্বাস্থ্যহানি তো ~~করেই~~ হচ্ছেই তাছাড়াও জীব বৈচিত্র্য ও মানবসভ্যতাকে হুমকির মুখে পড়ছে।

দূষণের প্রভাবমুক্ত হতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হচ্ছে না, বলে পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে, পরিবেশ দূষণের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে অসচেতনতা, যেখানে যেখানে ময়লা নিক্ষেপ ও ত্রুটিপূর্ণ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী, পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ এবং পাঠ্যসূচীতে পরিবেশ দূষণ বিষয় ~~অন্তর্ভুক্ত~~ যাওয়া একান্ত আবশ্যক।